গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(প্রশাসন-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নং- ৪৬. ০০. ০০০০. ০৩৯. ০১৮. ০০৮. ২০২০-৪১৪

তারিখঃ ২৯ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১২ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ বাংলাদেশে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমান্বয়ে চালু করার সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও পেশার জন্য কারিগরি নির্দেশনা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমান্বয়ে চালু করার সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও পেশার জন্য কারিগরি নির্দেশনার সরকারি অফিস সংক্রান্ত অংশসমূহ এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

১২.০৫.২০২০

(মোঃ এরশাদুল হক)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৭৫৫৭৩
e-mail: lgadmin1@lgd.gov.bd

বিতরণঃ

১। অতিরিক্ত সচিব(সকল)/মহাপরিচালক(মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। যুগ্মসচিব/পরিচালক/যুগ্মপ্রধান(সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

দপ্তর/সংস্থাঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা/রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা।
৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/নারায়নগঞ্জ/কুমিল্লা/রংপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... জেলা পরিষদ।
৮। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ... উপজেলা, ... জেলা।
৯। মেয়র, ... পৌরসভা।
১০। চেয়ারম্যান, ... ইউনিয়ন পরিষদ, উপেজলা....., জেলা.....।

অনুলিপিঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৪। পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)।
৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৭। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক কমর্কান্ড ক্রমান্বয়ে চালু করার সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও পেশার জন্য কারিগরি নির্দেশনা

[করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় গৃহিত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং
সমন্বয়ের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ চীন ও অন্যান্য দেশের
সংশ্লিষ্ট কারিগরি নির্দেশনা অনুসরণ করে পুস্তকটি প্রণয়ন করেছেন]

২ মে ২০২০

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সরকারি অফিস

১. বন্ধ অবস্থা থেকে কাজ আবার শুরু করার আগে মাস্ক, লিকুইড হ্যান্ডসোপ, জীবানুনাশক, নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার এবং অন্যান্য মহামারী প্রতিরোধক জিনিসপত্র প্রোভাইড করতে হবে এবং একটা জরুরী কাজের পরিকল্পনা রাখতে হবে এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে।

২. প্রত্যেক কর্মকর্তা-কমচারির শরীরের তাপমাত্রা নিতে হবে। কারও জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং অন্যান্য লক্ষণ থাকলে চিকিৎসা দিতে হবে।

৩. বাইরে থেকে আগত ব্যক্তিদেরও শরীরের তাপমাত্রা মাপতে হবে। জ্বর থাকলে কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না।

৪. অফিস, ক্যান্টিন এবং টয়লেটে ভেন্টিলেশন সুবিধা বাড়াতে হবে।

৫. সেন্ট্রাল বা নরমাল এয়ার কন্ডিশন স্বাভাবিক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। বাইরে থেকে যাতে ধুলাবালি না আসতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬. ক্যান্টিন, ডরমিটরি, টয়লেটসহ অন্যান্য জায়গা পরিষ্কার রাখতে হবে।

৭. খাবার গ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ে সারতে হবে। ভেতরেই খাবারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাইরে থেকে খাবার সরবরাহ করা যাবেনা।

৮. সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

৯. অফিসে কাগজে নথিগত কাজ যতটা সম্ভব কম করতে হবে এবং দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হবে।

১০. জনসমাগম হয় এমন কাজ করা যাবেনা যেমন স্পোর্টস, মিটিং ইত্যাদি।

১১. অফিস, ক্যান্টিন, টয়লেটে হাত ধোয়ার জন্যে সাবান অথবা জীবানুনাশক সরবরাহ করতে হবে।

১২. যদি হাত ধোয়ার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে হ্যান্ড সেনিটাইজার দিতে হবে।

১৩. কর্মচারীরা মাস্ক পরবে।

১৪. হাঁচি অথবা কাশি দেয়ার সময় মুখ এবং নাক, কনুই অথবা টিস্যু দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।

১৫. ব্যবহৃত টিস্যু মুখ বন্ধ ময়লার বিনে ফেলতে হবে।

১৬. হাঁচি-কাশি শেষে লিকুইড হ্যান্ড সোপ দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

১৭. পোস্টার, সচেতনামূলক ভিডিও এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দিয়ে সকলকে সচেতন করতে হবে।

১৮. ইমার্জেন্সি এরিয়া তৈরি করেতে হবে যেখানে যারা আক্রান্ত হবে অথবা আক্রান্ত হয়েছে এমন মনে হচ্ছে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা হবে। লক্ষণ থাকলে চিকিৎসা দিতে হবে।

১৯. যদি কোন স্থানে একটিও কোভিড-১৯ কেস পজিটিভ পাওয়া যায় হয় তাহলে ঐ স্থানের এয়ার কন্ডিশন যন্ত্র গাইডলাইন অনুযায়ী জীবানুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

২০. কর্ম ঘন্টা কমিয়ে দিতে হবে। নমনীয় কাজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বাসায় থেকে কাজের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।